যে কথা মুখে বলা যায় না, তেমন কথা চিঠিতে ব্যক্ত করা যায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে একটা নূতন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে।' উপন্যাসের অন্যতম শিল্প- উপাদান হিসেবে পত্রের গুরুত্ব কী? তারই সবিস্তার অন্বেষণ করেছেন সোমা ভদ্ররায় তাঁর 'উপন্যাসে পত্রপ্রসঙ্গ' বইতে। প্রথম তিনটি অধ্যায় জুড়ে আছেন বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ যুগের তিন পুরুষ --বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র। বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নগেন্দ্রনাথের অন্যতম সুহৃদ হরদেব ঘোষাল নগেন্দ্রকে লেখেন :

'মনের অনেকগুলি ভাব আছে, তাহার সকলকেই লোকে ভালোবাসা বলে। কিন্তু চিত্তের যে অবস্থায় অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্মসুখ বিসর্জন করিতে স্বতঃপ্রস্তুত হই, তাহাকে প্রকৃত ভালোবাসা বলা যায়.... '

এই হল চিঠির ভাষা। মানুষ তো নিজের কথা বলতে চায়। প্রকাশের এই ব্যাকুলতা থেকে পুরুষ বা নারী পত্রমাধ্যমকে বেছে নেয়।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের কথা ভাবা যাক। গোরা আনন্দময়ীকে লিখছে : '...মা, এবার পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় হইয়া আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে।ঈশ্বর জানেন, পৃথিবীতে যাহারা বিচারের ভার লইয়াছে তাহারাই অধিকাংশ কৃপাপাত্র। যাহারা দণ্ড পায় না, তাহাদেরই পাপের শাস্তি জেলের কয়েদিরা ভোগ করিতেছে.. অপরাধ গড়িয়া তুলিয়াছে অনেকে মিলিয়া, প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে ইহারাই।' আমাদের মনে হয়, এমন আন্তরিক অথচ জ্ঞানগর্ভ কথাকে পৌঁছে দিতে পারে একমাত্র চিঠি। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন,

'যাদের মধ্যে চিঠি লেখালেখির অবসর ঘটেনি, তারা পরস্পরকে অসম্পূর্ণ করেই জানে।' হাইটেক যুগে পত্র লেখার অভ্যাস জীবন থেকে নির্বাসিত হয়ে গেছে একথা ঠিক, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথা আজও পাঠকের স্মৃতিকে দখল করে আছে। এ অনুভবেই ফুটে উঠবে এ বইয়ের প্রাসঙ্গিকতা।
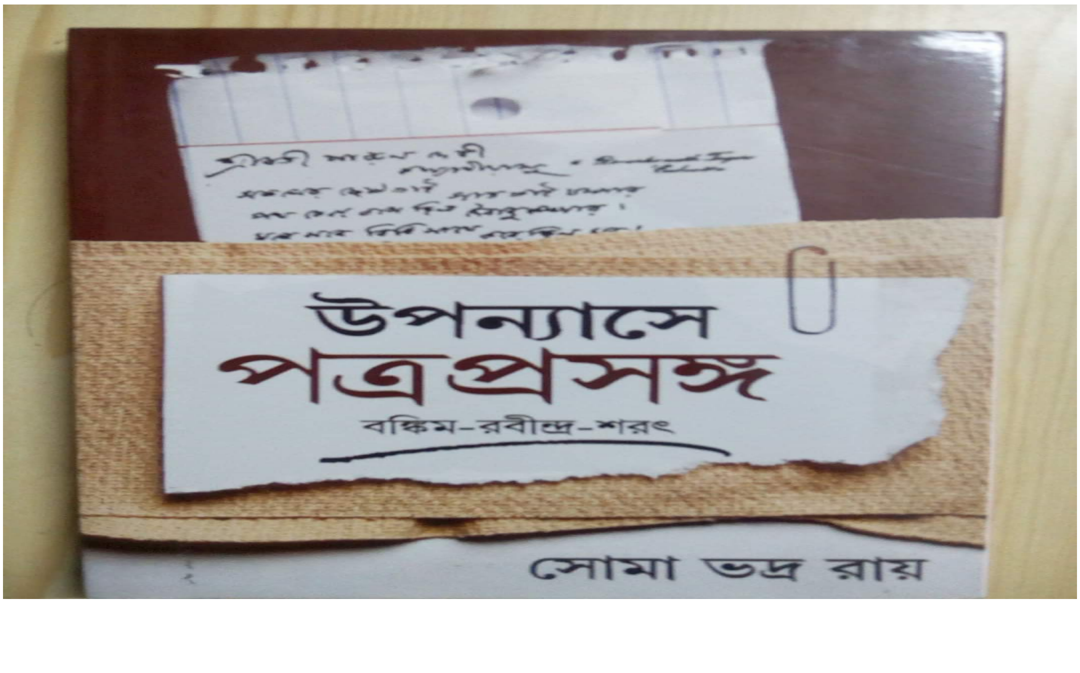
উপন্যাসে পত্রপ্রসঙ্গ : সোমা ভদ্ররায় /ব্যঞ্জনবর্ণ /১৫০ টাকা